?

ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান?

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান?

অধ্যাপক ফজলুর রহমান
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ও
সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, সিলেট

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান?

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মিসেস খায়রুন নেছা খাতুন

দার-আল খায়ের

মানিকপীর রোড, সিলেট

গ্রন্থ সত্ত্ব

লেখক

গ্রন্থটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করতে চাইলে

লেখক কিংবা প্রকাশিকার অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১৭

প্রচ্ছদ

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

অক্ষরবিন্যাস

মোঃ আব্দুল মুমিন

মুদ্রণ

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন

১১২ আল-ফালাহ্ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২-৮৬৮৩২৯

E-mail : foysol–sylhet@yahoo.com

নির্ধারিত মূল্য

৪০ টাকা

Dharma-niropekkho Musolman?, by Professor Fazlur Rahman,
Published by : Mrs. Khairun Nessa Khatun, Printed by : Pandulipi Prokashon,
112 Al-Falah Tower, East Dopadigirpar, Sylhet. 1st Edition July 2017.
Price : Tk. 40

ISBN : 978-984-8922-88-0

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ধর্মনিরপেক্ষ	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	মুসলমান	২০
তৃতীয় অধ্যায়	'?'	৪৮

www.nagorikpathagar.org

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন

২. বাইয়্যাত

৩. সেকুলারিজম

৪. স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষ

বইটির নামকরণে দুটি শব্দ ও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে। এ দুটি শব্দ ও প্রশ্নবোধক চিহ্নটি কেন আমি বইটির শিরোনাম হিসাবে বেছে নিলাম তা বিশ্লেষণ করতে চাই।

প্রথম শব্দটি হল ধর্মনিরপেক্ষ, ইরেজি ভাষায়-এর প্রতিশব্দ হল Secular– প্রথমে এ শব্দটির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। ধর্মনিরপেক্ষ তথা Secular ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অর্থাৎ Secularism আদর্শকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এবং এ আদর্শ মোতাবেক আচার আচরণ করেন। এবার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা Secularism আদর্শ সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যাক।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রাচ্যদেশীয় কোন মতবাদ নয়। এটি পাশ্চাত্য থেকে বিশেষ করে ইউরোপ থেকে উদ্ভূত একটি মতাদর্শ। এ মতাদর্শের সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

সেকুলারিজমের সংজ্ঞা

১. Encyclopedia Americana এর ২৪নং Volume এ সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে :

Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.

সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদ মুক্ত।

২. Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে Secularism এর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

www.nagorikpathagar.org

A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.

সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতবাদ, যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষাসম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

৩. English Secularism *বইয়ের প্রদত্ত সংজ্ঞা : Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, inadequate, unreliable or unbelievable.

সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবল মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

৪. Oxford Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা : Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

৫. Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

No–1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all from of religious faith. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে।

No–2. The view that public education and other matters of civil society conducted without the introduction of Religious element.

---

* Holyoake; English Secularism. A confession of Belief : (Chicago 1896)

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬. Random House Dictionary of English Language (College Edition, New york-1968) গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :

No–1. Not regarded as religious & spiritually sacred.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No–2. Not partaining to or connected with any religion. এ মতবাদ কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No–3. Not belonging to a religious order.

এ মতবাদ ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত একটি ব্যবস্থা।

৭. The Advanced Learners' Dictionary of Current English এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা :

Worldly or material, not religious or spiritual.

ইহজাগতিক তথা পার্থিব, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়।

The view that morality & education should not be based on Religion.

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হল এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে নৈতিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত হবে না।

৮. Oxford Advanced– Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা :
The belief that religon should not be involved in the organisation of society, education etc.

সমাজ সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এম বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।

৯. Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে :
সেকুলারিজম জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

১০. Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা :
মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১১. মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে Secularism তথা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে–'সমাজব্যবস্থা এমন নীতির উপর নির্ভর করিবে যাহাতে মানুষের নৈতিক আচরণ ও আচরণ-মান ইহকালীন ব্যাপার ও সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ও নির্ধারিত হয় এবং তজ্জন্য ধর্মের অনুশাসনের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নাই।'

১২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত English-Bengali Dictionary তে– Secular শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে–পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়জাগতিক, লোকায়ত। আর Secularism সম্পর্কে বলা হয়েছে–'নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা, ইহবাদ।'

১৩. A.T. Dev এর Dictionary তে Secularism সম্পর্কে লিখা হয়েছেঃ নীতি ও শিক্ষা ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার মতবাদ।

১৪. A Short History of Secularism (Published in 2008 by I.B. Tauris & Co. Ltd. London) এর লেখক Graeme Smith সেকুলারিজমের ব্যাপারে লেখেন :

The latin term from which the word 'Secular' is derived- 'Seculum' means generation or age and came to mean that which belongs to this life. to the here and now in this world.

It is used as a short hand for the ideology which shape contemporary society without reference to divine.

ল্যাটিন শব্দ– 'Saeculum' থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারেশন। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়– যা ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসেবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহি) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সারসংক্ষেপ :
Secular ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হলো– ইহজগৎ।

www.nagorikpathagar.org

পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়– ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা Sacularism :

i. এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানুষের কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে একটি মানবরচিত মতাদর্শ।

ii. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আওতাধীন বিষয়গুলো ইহজগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

iii. এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে পরজগত (আখেরাত) নিয়ে মাথা খাটায় না–এমনকি এর কোন প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করে না।

iv. এ মতবাদ 'ওহির' মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান (আসমানী জ্ঞান) অস্বীকার করে।

v. এ মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যাপারে ধর্মকে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি নয়।

vi. এ মতবাদ ধর্মবিশ্বাসকে মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

vii. এ মতবাদ শিক্ষাব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি নয়।

viii. এ মতবাদের মেসেইজ (Message) : ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরে সামষ্টিক তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ধর্মীয় কোন উপাদান অন্ত র্ভুক্ত করা যাবে না।

ix. মানবীয় সকল আশা আকাংখা বাস্তবায়ন করতে হবে বস্তুগত (Material) উপায়ে কেবল ইহজগতে।

x. মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোন শক্তির কাছে দায়ী নয়। (সবার উপর মানুষ সত্য তার উপর কেউ নেই)।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উদ্ভব :

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা Secularism পাশ্চাত্যের বিশেষ করে ইউরোপের চিন্তাবিদদের মস্তিষ্ক প্রসূত একটি মতবাদ। ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসানের পর আধুনিক যুগের প্রারম্ভে এ মতবাদের উদ্ভব হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং রেনেসাঁ ও আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৪৫৩ সালে তুরস্কের উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহর হাতে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্‌টানটিনেপ্‌ল (ইস্তাম্বুল) এর পতন হয়। ৩২৪ সালে রোম সম্রাট কনস্‌টেনটাইন তুরস্কের ইস্তাম্বুল দখল করে রোম থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে ইস্তাম্বুলে স্থাপন করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'কনস্‌টানটিনেপ্‌ল'। বাইজানটাইন সম্রাটগণ এখান থেকে ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় দাপটের সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। তাদের রাজত্বকালে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা কনস্‌টানটিনেপল, বাগদাদ, দামেস্ক, বৈরুত, কায়রো, গ্রানাডা, কর্ডোভা ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত স্থানের বিদ্যাপীঠগুলোতে লেখাপড়া করত। ১১৩০ বছরের রাজধানী কনস্‌টানটিনেপলের পতনের পর তারা ইউরোপে ফিরে যায়। ফেরার সময় তারা বই-পুস্তক, গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্ব এবং অতীতের পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়ে আসে। তাছাড়া এ সময় আরবি থেকে বহু মূল্যবান বই-পুস্তক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফিরে এসে তারা ইউরোপের প্রধান নগরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলে।

এবার তারা পুরোদমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নত করার পথে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের আবিষ্কৃত সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আমেরিকা, কানাডা, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশসমূহে যেতে সক্ষম হয়। ফলে সমুদ্রপথে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে ব্যবসা, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি, পৃথিবীর নানা প্রান্তে কলোনি স্থাপন এবং শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে তারা আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

এ সময় তাদের বুদ্ধিজীবীরা গির্জা ও পোপের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে মনোনিবেশ করে। তাদের স্মরণ হয় পোপ ও যাজকরা তাদেরকে ক্রুসেডে (ধর্মযুদ্ধে) শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বলেছিল– স্বয়ং God Son যিশু নিজে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন। অথচ বার বার তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্রুসেডে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। দীর্ঘ এগারশত ত্রিশ বছরের রাজধানী কনস্‌টানটিনেপল ছাড়তে বাধ্য হতে হয়।

যাজকদের নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে অতীতে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাদের বহুলোককে আগুনে

www.nagorikpathagar.org

পুড়িয়ে এবং অন্যান্য পন্থায় হত্যা করা হয়। ঐ সময় খ্রিস্টধর্ম ও বিজ্ঞান এবং যাজক শ্রেণি ও চিন্তাবিদদের মধ্যে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর লেখা Islam and The World বইয়ে :

'প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যুদ্ধ প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল, পরে তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। একপক্ষ হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রতিপক্ষ হয়ে যায় ধর্ম। উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। এ জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো, তখন খ্রিস্ট ধর্মীয় যাযক ও গির্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। ভেসে উঠত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিল। Holy Inquisition অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্মীয় আদালতের বিচারের কথা স্মরণ হলেই যাযক পুরোহিতদের ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষমূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সংকীর্ণ হৃদয় পাদ্রীদের স্থূলমস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়।'

গির্জা, পুরোহিত ও ধর্মের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের আস্থা বিনষ্ট হয়। তাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে– যাজকরা God Father, God Son, Holy Ghost, আসমানি গ্রন্থ, আসমানি সাম্রাজ্যের কথা বলে তাদেরকে পরজগতের সুখ স্বপ্ন দেখায় অথচ তারা নিজেরা ইহজগতের যতো ধরনের মজা আছে সব ভোগ করে। এবার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা Trinity অর্থাৎ God Father, God Son, Holy Ghost, আসমানি গ্রন্থ, আসমানি সাম্রাজ্য তথা পরজগৎ অন্যকথায় ধর্মকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে—ইহজগৎকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করে। 'এ জগতে কিভাবে মানুষের উন্নতি ও সম্পদের সমৃদ্ধি হয় এবং কিভাবে এ জগতেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করা যায়'– এটাই হয় তাদের গবেষণার মুখ্য বিষয়। এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফসল হলো সেকুলারিজম (Secularism)।

www.nagorikpathagar.org

The New Encyclopedia Britanica-এর ২০০৩ সালের সংস্করণের দশম Volume এ ৪৯৪ পৃষ্ঠায় সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয় :

'Any movement in a society directed away from other worldliness to life on earth. In the European middle ages, there was a strong tendency to religious persons to despise human affairs and to meditate on God and afterlife. As a reaction to this medieval tendency, Secularism, at the time of Rennaissance, exhibited itself in the development of humanism, when people began to show more interest in human cultural achievements and the possibilities of their fulfilment in this world. The movement towards Secularism has been in progress during the entire course of modern history and has been viewed as being anti-cristian & anti Religion.'

'পরকাল বাদ দিয়ে ইহজগৎকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনাকে মূলধন করে পরিচালিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা সেকুলারিজমের আন্দোলন। ইতোপূর্বে মধ্যযুগে মানবিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ঈশ্বর ও পরজগৎকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা প্রাধান্য পেত। মধ্যযুগের এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনার প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসেবে রেনেসাঁযুগে মানবিকতার উন্নতি সাধন, মানুষের সাংস্কৃতিক অর্জন ও এ জগতেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখার ব্যাপারে মানুষ অধিকতর মনোযোগী হয়। এর ফলশ্রুতিতে সেকুলারিজমের উদ্ভব হয়। সেকুলারিজমের আন্দোলন আধুনিক যুগে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সেকুলারিজমের এ আন্দোলন খ্রিস্টধর্ম ও ধর্মবিরোধী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।'

Encyclopaedia of Religion & Ethics এ উল্লেখ করা হয় :
Secularism may be described as a movement intentionally ethical, negatively religious with political and philosophical Antecedenta.

অর্থাৎ সেকুলারিজম রাজনীতি ও অবরোহী দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক নৈতিক আন্দোলনের নাম।

সেকুলারিজমের আন্দোলনকে বেগবান করতে আধুনিক যুগের যে সকল বুদ্ধিজীবী কলম ধরেন তাদের কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হলো :
ইংল্যান্ডের National Secular society এর সভাপতি Charles Bradlaugh তার Autobiography বইয়ে লেখেন :

www.nagorikpathagar.org

'সেকুলারিজম ও আস্তিকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। তাই আস্তিক্যবাদী বিশ্বাসের সাথে লড়াই করা সেকুলারিজমের জন্য অপরিহার্য। অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানবপ্রগতি পাশাপাশি চলতে পারে না...

ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকুলারিজমের কর্তব্য। কেননা এসব কুসংস্কারমূলক ধারণা, বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পনাতীত হয়ে থাকবে।...

ধর্ম অজানা জগৎ নিয়ে কথা বলে। ফলে ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোনো স্থান নেই, যেমন পরজগতের ব্যাপারে সেকুলারিজমের কোনো বক্তব্য নেই।'

* Jeferson বলেন :
'সেকুলারিজম গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে চায়।'

* John Stuart Mill বলেন :
'ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো কাছে অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে দায়ী হতে হবে– আমি এ ধারণাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি।'

* খ্রিস্ট সমাজের মধ্যে Deist নামক একটি গ্রুপের মতামত হলো :

'সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন– যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, কিন্তু মানবজাতির পার্থিব জীবন পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা বা নির্দেশনা নেই।'

সেকুলার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কিছু ব্যক্তিবর্গ মনে করেন– কেউ যদি ধর্ম বিশ্বাস করতে চায় এবং সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী হয়, তাকে তার বিশ্বাস থেকে বিরত রাখার কোনো দরকার নেই, কারণ মরার পর সে মাটিতে মিশে যাবে, তার পুনরুত্থান হবে না ফলে তার বিচারের সম্মুখীন হবার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি তার আকিদাগত দর্শনের ভিত্তিতে ইহজগতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের ইহজাগতিক কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রবক্তাগণ সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকেন:

Secularism is independent of Religion.
Secularism is not dependent on Religion.
Secularism is not subordinate to Religion.
Secularism is not controlled by Religion.
A Secular person does not belongs to any Religion.

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক।
ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়।
ধর্মের অধীন নয়।
ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।
একজন সেকুলার ব্যক্তি কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

একজন দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি যেমনি কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তেমনি একজন ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তিও কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

সেকুলার আন্দোলনে আরো যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের কয়েকজন হলেন চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কুপার, প্যাটারসন, D.W. ফুট।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন :

১. যা মানবরচিত একটি মতবাদ।
২. যার আওতা (scope) ইহজগৎ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে আর কোনো জগতের (পরকালের) অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। অন্য কথায় বলা যায়–ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ দুনিয়াবী জীবন বা ইহকালের ব্যাপার–যার ব্যাপ্তি শুধুমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।
৩. এ মতবাদে বিশ্বাসীগণ মানুষ ছাড়া বাইরের কোনো শক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন মনে করে না। অন্য কথায় ওহিলব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে।
৪. এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব। ইহজগতের জন্য যা ভাল ও উপকারী কেবল তারই অনুসন্ধান করতে হবে।
৫. মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হতে হবে বস্তুগত উপায়ে এ জগতে।
৬. অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি এক সাথে চলতে পারে না।
৭. ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক এবং বস্তুগত উন্নতির প্রতিবন্ধক।
৮. মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট দায়ী নয়।
৯. সামষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনায় আনা যাবে না।

বি.দ্র.: মানুষের বস্তুগত দেহ পরিচালিত হয় 'রুহ' এর মাধ্যমে অথচ সেকুলার দার্শনিকগণ 'রুহ' বিশ্বাস করেন না।

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজমের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন

সেকুলারিজমের নামকরণ ও সত্ত্বার দিক দিয়ে প্রধান ব্যক্তি হলেন George Jacob Holyoake. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তার জন্ম এবং ১৯০৫ সালে তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৫ বছর বয়সে Chartism নামক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৪১ সালে তিনি সৃষ্টিকর্তাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন। এ কারণে ব্লাসফেমি আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং 'ক্যালটেনহামে' কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। গ্রেফতারের পর খ্রিস্টধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'Reasoner' নামক পত্রিকায় লেখেন– 'আমরা সকলে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করছি।' ১৮৪৯ সালে তিনি Secular Society গঠন করে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৬৬ সালে এ সোসাইটিতে যোগদান করেন Charles Bradlaugh. এ সময় এ সোসাইটির নামকরণ করা হয় National Secular Society. Mr. Charles Bradlaugh এ সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। আর George Jacob Holyoake হন সোসাইটির সেক্রেটারি। Mr. Charles Bardlaugh ১৮৮০ সালে বিলাতের Northampton আসন থেকে M.P নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় কায়দায় শপথ নিতে অস্বীকার করায় তার আসন খালি হয়ে যায়। দুই বছর পর শপথ নেবার এ পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। তারপর তিনি একই আসন থেকে ৪ বার M.P নির্বাচিত হন। উক্ত National Secular Society জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ সংগঠন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

ফ্রান্সে সেকুলারিজম

ফ্রান্সে Secularism এর পরিবর্তে যে পরিভাষাটি ব্যবহার হয় তার নাম Laicism. এর অর্থ হলো 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন-ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে গির্জার কর্তৃত্ব মুক্ত করার জন্য Laicism আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯০৪-০৫ সালে এ আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ১৯০৪ সালে রাষ্ট্রীয় আইন করে পোপের বিচারিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়। তখন থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গির্জায় অনুদান প্রদান নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানগুলো থেকে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রচারণামূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

সেকুলারিজম সম্পূর্ণ একটি পাশ্চাত্য মতবাদ

জাপান থেকে আরম্ভ করে ভারত, মধ্যএশিয়া, মক্কা, মদিনা, ফিলিস্তিন ও কায়রো পর্যন্ত বহু সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। এ এলাকাসমূহে বহু নবীর আগমন হয়েছে। ইতিহাসে কোথাও ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক কিংবা রাজনীতিবিদদের সাথে এমন সংঘাত যা পাশ্চাত্যে ঘটেছে, প্রাচ্যের দেশগুলোতে তার কোন নজির নেই।

Secularism এর বাংলা অনুবাদ

সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা :

১। ইহজাগতিকতাবাদ

২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

৩। ধর্মহীন মতবাদ।

১. ইহজাগতিকতাবাদ

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎকেন্দ্রিক। সুতরাং Secularism এর সঠিক অনুবাদ হবে ইহজাগতিকতাবাদ।

২. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগৎকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হলো Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে।

যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সৃষ্টিকর্তা, ওহি, আসমানি কিতাব, রিসালাত, আখিরাত, পুনরুত্থান, শেষবিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে পৃথক (Independent) থাকল, সে হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির' এর অর্থ 'নেই' অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে নেই। অথবা ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা/নির্ভরতা অর্থাৎ যার ধর্মের উপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সেই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩. ধর্মহীন মতবাদ

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নেই– তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

৪. সেকুলারিজমের আরবি অনুবাদ (একমাত্র পরিভাষা) 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীন মতবাদ।

৫. ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলে Secularism কে Laicism বলা হয় যার অর্থ– 'অধর্মীয় ব্যবস্থা'।

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি :

এ মতবাদে বিশ্বাসীগণ এ দুনিয়ার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সৃষ্টিকর্তা গায়েবের বিষয়। দুনিয়াবী জিন্দেগীতে তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। ফলে তারা 'সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজন আছে'–মনে করে না। একই যুক্তিতে তারা আখেরাত, পুনরুত্থান, হাশর, শেষ বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, ওহি, নবুয়ত, আসমানী কিতাব, আল কুরআন ইত্যাদি বিশ্বাস করে না। তবে কেউ যদি স্রষ্টা ও অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং এ বিশ্বাস ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে, তাতে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কোন আপত্তি করে না। কিন্তু তারা এ ব্যক্তিগত বিশ্বাসটুকু পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক–এক কথায় সামষ্টিক পরিমণ্ডলে প্রয়োগ করতে চাইলে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করে। তাদের মত হল–এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর বান্দা হতে চাইলে হোক, কিন্তু আলাদা আলাদা আল্লাহর বান্দারা যখন একত্রিত হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন করবে, সামষ্টিক কোন কাজকর্ম করবে তখন যৌথভাবে আল্লাহর বান্দা হিসাবে কোন কিছু করতে পারবে না।

পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষবাদী পণ্ডিতগণের একাংশ ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে– 'Religion is a private relation between an individual and God.' অর্থাৎ 'ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বর (God) এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাম।'

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষ মতবালম্বীদের জীবনের লক্ষ্য

'কেবল বস্তুগত উপায়ে বস্তুনির্ভর মানবউন্নতির চেষ্টা করা।'

তাদের কাছে বস্তুগত উপায় উপকরণই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো তাদের নাগালের মধ্যে–কাংখিত লক্ষ্য পূরণে এগুলোই যথেষ্ট।' মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি বিকাশে কোন অদৃশ্য শক্তি বা খোদার কোন ভূমিকা নাই– কোন প্রয়োজনও নাই।' তাদের মতে–'একটি বিল্ডিং যে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছেন, তার প্রতি কোন ইঙ্গিত না করে, তার সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে, সে বিল্ডিং ব্যবহার করা সম্ভব, তেমনি এ পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি ইঙ্গিত না করে, তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে, এখানে বসবাস করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে মানবীয় উন্নতি, অগ্রগতি সম্ভব।'

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের আরো একটি চিন্তাধারা হলো :
'কোন কাজ করার আগে কিংবা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার আগে বিবেচনায় আনতে হবে এতে আমার দুনিয়াবী লাভ-ক্ষতি কি?'

উপসংহার

একজন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহ্‌র বান্দা হয়, আর সামষ্টিক পরিমণ্ডলে তার আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য না থাকে, তাহলে তার ভবিষ্যত বংশধর যারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তারা যখন দেখবে ব্যক্তি পর্যায় ব্যতীত সামষ্টিক পরিমণ্ডলে কোন পর্যায়ে আল্লাহর আইন মানার প্রয়োজন নেই, তখন কি তারা ব্যক্তি পর্যায়ে আল্লাহর বান্দা হতে রাজি হবে?

যখন কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করবে ইহকালের জীবনই একমাত্র জীবন–মরার পর সে মাটিতে মিশে যাবে–পুনরুত্থান মিথ্যা; তখন যা কিছু উপার্জন, সংগ্রহ ও ভোগ করা দরকার, সে ইহজীবনে সবকিছু অর্জনের চেষ্টা করবে। তার কাছে হারাম হালাল বৈধ অবৈধের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তার জীবনদর্শন হবে 'খাও-দাও-স্ফূর্তি কর, দুনিয়াটা মস্তবড়'–'আর জীবন তো মাত্র একটাই।' 'End justifies the means–পরিণতি ভাল হলে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা অন্যায় নয়।' 'Survival of the fittest– যোগ্যতমের বাঁচার একমাত্র অধিকার।' যে বাঁচবে বাঁচার যোগ্যতা আছে বলে সে বাঁচবে। মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর মত একটা জীব মাত্র। সংগ্রাম করেই তাকে বাঁচতে হবে। কারণ

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীটা একটা যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তারই টিকে থাকার অধিকার আছে, যে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবে। দুর্বলের টিকে থাকার কিংবা বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই– কারণ পৃথিবী নামক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে সে পরাজিত। ফলে জুলুম নিস্পেষণ অন্যায় অবিচার বলতে আর কিছু থাকে না। জুলুম করা শক্তিমানের অধিকার বলে বিবেচিত হয়। যে নিশ্চিহ্ন হয়, বেঁচে থাকার যোগ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হবার কারণে সে নিশ্চিহ্ন হয়।

উপরোক্ত জীবনদর্শনে বিশ্বাসী লোকজন বিচ্ছিন্ন থাকে না। তার হামখেয়াল লোকদের একত্র করে একটি দল বা একটি guild তৈরি করে। এরা ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা অর্জন করে। প্রশাসনকে তাদের সহযোগী বানিয়ে নেয়। এ guild এর কিছুলোক থাকে দৃশ্যমান–অবশিষ্টরা পরিকল্পিত পন্থায় পর্দার আড়ালে অবস্থান নেয়। নিরীহ সাধারণ জনগণ—এ ধূর্ত সুবিধাভোগী শ্রেণির লোভ, মোহ ও লালসার শিকারে পরিণত হয়।

উপরোক্ত জীবনদর্শনে বিশ্বাসী লোকজন সৃষ্টিকর্তা নিয়ে চিন্তাও করে না। যদি আল্লাহ্ নিয়ে তারা চিন্তা করতো, স্বাভাবিকভাবে (Naturally) তাদের মনে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হত–'আমি কে? কোথা থেকে আমি এলাম? কেন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে কি? আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমি কি তা বাস্তবায়ন করছি? যদি আমি বাস্তবায়ন করি তাহলে আমি কি পুরস্কৃত হব? আর বাস্তবায়ন না করলে আমি কি তিরস্কৃত হব? এ বিচার কোথায় হবে? কখন হবে? এ সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজতে হবে।

যার সৃষ্টি করা পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি, যার নিয়ামত ভোগ করে আমরা টিকে আছি, সেই সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাব অবশ্যই খুঁজতে হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি ইহজীবনে 'গায়েব' এবং অতীন্দ্রিয়, তাই তার প্রেরিত কোন মাধ্যমের সহযোগিতায় এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাব তালাশ করতে হবে।

'নবুয়ত, আল্লাহর কালাম ও আসমানী কিতাবই একমাত্র মাধ্যম, যে মাধ্যমে রয়েছে উপরোক্ত সব প্রশ্নের সমাধান।'

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান

প্রথম অধ্যায়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার 'মুসলমান' শব্দটি নিয়ে কিছু কথার অবতারনা করা হচ্ছে। 'মুসলমান' ফারসী ভাষার একটি শব্দ। আরবি ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো 'মুসলিম'। বাংলা ভাষায় মুসলমান ও মুসলিম দুটো শব্দই ব্যবহার হয়। দুটো শব্দের একই অর্থ।

'যে আল্লাহ্র সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে এবং আল্লাহ্র প্রেরিত আম্বিয়া কেরামের মারফত প্রদর্শিত চিন্তা ও কর্মনীতি অনুসরণ করে, সেই মুসলিম– সেই মুসলমান আর তার জীবনবিধান অন্যকথায় তার ধর্ম হলো 'ইসলাম'।

মুসলিম নামের উৎপত্তি

আল কুরআনের বক্তব্য :

'তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম হয়ে যাও। তিনি আগেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন। এই কুরআনেও তোমাদের নাম এটাই।' (সূরা-হাজ্ব : আয়াত-৭৮)

'ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন।' (সূরা-আলে ইমরান : আয়াত–৬৭)

'তোমরা কি বলতে চাও—ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ ইহুদী বা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলুন—তোমরা বেশী জান না আল্লাহ্ বেশী জানেন?' (সূরা-বাকারা : আয়াত–১৪০)

'তিনি (ইবরাহীম) তাঁর সন্তানদের ঐ তরীকায় চলার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের ঐ উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন– 'হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীন পছন্দ করেছেন। তাই তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম হয়ে থাকবে।' (সূরা-বাকরা : আয়াত–৩২)

আল কুরআনের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে পরিষ্কার-ইবরাহীম (আ.) মুসলিম জাতির পিতা। তিনি মুসলিম ছিলেন। তাঁর আগেও যারা আল্লাহর অনুগত ছিল, তাদের নাম মুসলিম ছিল। তাঁর পরে এখনও যারা আল্লাহ্র অনুগত তাদের নাম

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম। প্রথম মানুষও প্রথম নবী আদম (আ.) আল্লাহর অনুগত ছিলেন– তিনিও মুসলিম ছিলেন। ঈসা (আ.) ইবরাহীম (আ.) এর প্রথম বিবি 'সারার' বংশধারার একজন নবী। ইবরাহীম (আ.) যেমনি মুসলিম ছিলেন, ঈসা (আ.) ও তেমনি মুসলিম ছিলেন। অথচ ঈসা (আ.) এর অনুসারী বলে দাবিদারগণ তাঁর নাম রেখেছে—Jesus criste, আর তাঁর প্রচারিত জীবনবিধান/ ধর্মের নাম রেখেছে– খ্রিস্টান ধর্ম। ঈসা (আ.) ঘুণাক্ষরে কখনও তার প্রচারিত ধর্মকে 'খ্রিস্টান ধর্ম' বলেননি। এভাবে মুসা (আ.) ইবরাহীম (আ.) এর বিবি 'সারার' বংশধারার বনি-ইসরাইল বংশের আরো একজন নবী। ইবরাহীম (আ.) এর মত তিনিও মুসলিম ছিলেন। তার বংশধরদের মধ্যে এক গোত্রের নাম ছিল 'ইয়াহুদা'। এ গোত্র তাদের বংশের বাকি এগারটি গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এরাই মুসা (আ.) এর ইনতিকালের পর তাঁর প্রচারিত ধর্মকে 'ইহুদী ধর্ম' হিসেবে চালিয়ে দেয়। অথচ মুসা (আ.) তাঁর প্রচারিত ধর্মকে 'ইহুদী ধর্ম' বলেন নি।

ইবরাহীম (আ.) এর দ্বিতীয় বিবির নাম ছিল 'হাজেরা'। তাঁর বংশধারার অন্যতম নবী হলেন ইসমাইল (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.)। তারা উভয়ই মুসলিম ছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) এর প্রচারিত ধর্মকে Muhammedan Religion, Mohammedanism, তাঁর অনুসারীদেরকে Mohammedan এবং ইসলামী আইনকে Mohammedan Law হিসাবে চালিয়ে দেবার বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা কামিয়াব হতে পারেনি। আল্লাহ্ আল-কুরআনকে যেভাবে হেফাযত করেছেন, তেমনি 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দদ্বয়কে হেফাযত করেছেন।

'অবশ্যই আমি এ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযতকারী।' (সূরা-হিজর : আয়াত–৯)

- **মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ নিয়ামত হলো মানুষের জীবনবিধান/ দ্বীন/ ধর্ম :**

  'আজ আমি তোমাদের জীবনবিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনবিধান হিসাবে মনোনীত করলাম।' (সূরা-আল মায়েদা : আয়াত–৩)

- **মানুষের জীবনবিধান/ দ্বীন/ ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হলো :**

  আল্লাহ পৃথিবী নামক গ্রহে তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ খলিফা বানানোর উদ্দেশ্যে আদম সৃষ্টি করলেন।

  'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে চাই।' (সূরা-বাকারা : আয়াত–৩০)

www.nagorikpathagar.org

আদম ও তার জীবন সঙ্গিনী হাওয়াকে সাময়িক সময়ের জন্য (For the time being) জান্নাতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে একটি 'ভুল' সংঘটিত হবার পর আল্লাহ্ আদম, হাওয়া ও ইবলিসকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। আদম ও হাওয়া তাদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন :
'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।' (সূরা-আল-আরাফ : আয়াত-২৩)

আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। ইবলিসের ধোকার কারণে আদম ও হাওয়া বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। দুনিয়াতে ইবলিসও তাদের সাথে অবস্থান করবে-একথা ভেবে তারা দুজন পেরেশান হয়ে যান। আল্লাহ্ তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন :
'তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবনবিধান তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার প্রদত্ত জীবনবিধান (দ্বীন/ধর্ম) মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ নিষেধ প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে নিশ্চিত জাহান্নামী এবং সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।' (সূরা-বাকারা : আয়াত ৩৮ ও ৩৯)

এ পটভূমিকায় আল্লাহতায়ালা প্রথম মানুষ আদমকে পৃথিবীর প্রথম নবী মনোনীত করেন। আল্লাহ্ ফেরেশতা সর্দার জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে প্রথম নবী আদম (আ.) এর নিকট ক্রমান্বয়ে জীবনবিধান অন্য কথায় দ্বীন বা ধর্মের বিধান পাঠাতে থাকেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবনবিধানের নাম হল ইসলাম। আদম (আ.) ইসলাম ধর্ম তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। তিনি মানুষের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন—অথচ বহুলোক অজ্ঞতাবশত মুহাম্মদ (সা.) কে ইসলামের প্রবর্তক বলে আখ্যায়িত করে। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সা.) হলেন ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসুল।

কালের পরিক্রমায় আদম (আ.) ইন্তেকাল করেন। আদম জাতি পৃথিবীর চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আদম (আ.) এর শিক্ষা মানুষ ভুলে যেতে থাকে। ফলে নবী আগমনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আল্লাহ্ মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নবী পাঠাতে থাকেন। নবী রাসুল আগমনের এ সিলসিলা চলতে থাকে। নবী রাসুলদের সংখ্যা কমপক্ষে ১ লাখ ২৪ হাজার।

'হে মুহাম্মদ! আমি তোমার পূর্বে বহুজাতির মধ্যে নবী রাসুল পাঠিয়েছি।'

(সূরা-হিজর : আয়াত-১০)

www.nagorikpathagar.org

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, আল্লাহর বন্দেগী কর আর তাগুত* থেকে বিরত থাক।'

আল কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি কমপক্ষে ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৫ জন নবীর নাম আমরা জানিনা। তাঁরা কোন কালে, কোন অঞ্চলে কোন জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তাও আমরা জানিনা। তবে এটা নিশ্চিত যে, যেখানে মানুষের বসবাস ছিল, সেখানে নবী এসেছিলেন। সব নবী রাসুলদের একই দাওয়াত ছিল :
'আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর আর তাগুতের* অনুসরণ থেকে বিরত থাকো।' (সূরা-নাহল: আয়াত–৩৬)

"মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে, তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবন বিধান দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর আনুগত্য (অর্থাৎ ইসলাম) ছিল তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হিসেবে জীবনযাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবনপদ্ধতি (অর্থাৎ দ্বীন) থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবনপদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানি প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানবিক ও অমানবিক এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্ত্বাকে আল্লাহর সাথে কাজ-কারবারে শরিক করেছে।

---

* তাগুতের ব্যাখ্যা : তাগুত মানে আল্লাহ বিদ্রোহী শক্তি। তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কেননা কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু তাগুত জনগণকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে তার আনুগত্য করতে শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করে। তাগুত আল্লাহ্‌র কালাম আল-কুরআনকে সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মানব-রচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'হে নবী, আপনি কি ঐ সব লোকদের দেখেননি, যারা দাবী করে তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি নাযিল করা কিতাবের উপর এবং ঐ সব কিতাবের উপর, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সূরা-আন-নিসা : আয়াত–৬০)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহপ্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের (আল ইলম) মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি (শরিয়াত) পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরি করেছে যার ফলে আল্লাহ্র এই যমিন জুলুম-নিপীড়নে ভরে গেছে।

আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদেরকে জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতা দান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানবজাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিল এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে তার মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এঁদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এঁদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন-যাপনের সঠিক বিধান এঁদেরকে দান করে, তিনি বনি আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ-সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

এঁরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁরা সবাই একই দ্বীনের তথা জীবনপদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিল তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হেদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ-সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে একই দ্বীন ও হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানান। তারপর যারা এ আহ্বান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন

www.nagorikpathagar.org

একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানবগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অঙ্গীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়। সবশেষে বিশ্ব-জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান। ইতোপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হেদায়াত পৌঁছে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হেদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিল তাঁর কাজ যেন একদিকে আল্লাহর হেদায়েতের ওপর নিজেদের জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে।” (লেখক প্রণীত ‘সেকুলারিজম’ বই থেকে উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা-১২৪–১২৬)

‘আমি তোমার উপর (হে মুহাম্মাদ) তেমিন ওহির মাধ্যমে জ্ঞান দিয়েছি, যেমনি নূহকে এবং তাঁর পরবর্তী সমস্ত নবীদের ওহির জ্ঞান দিয়েছিলাম। এভাবে আমি ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের অনেককেই এই ওহির জ্ঞান দিয়েছিলাম। এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানকে ওহির জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর দাউদকে দিয়েছিলাম যবুর কিতাব। সে সব নবীদের অনেকের সম্পর্কে তোমাকে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে। আর অনেকের কথাই বলা হয় নাই। আর জেনে রাখ– মুসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। আমি নবী রাসুল পাঠিয়েছি শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, যাতে এভাবে রাসুল আগমনের পর আর কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে।’ (সূরা-নিসা : আয়াত– ১৬৩-১৬৫)

www.nagorikpathagar.org

'হে দুনিয়ার মানুষ– তোমাদের কাছে রাসুল এসেছেন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে; অতএব ঈমান আনো, তোমাদের কল্যাণ হবে।' (সূরা-নিসা : আয়াত–১৭০)

'হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সারাবিশ্বের রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি।' (সূরা-আম্বিয়া : আয়াত–১০৭)

'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসুল ও শেষ নবী।' (সূরা-আহ্‌যাব : আয়াত–৪০)

আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত– রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–'আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ– এক ব্যক্তি একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল, এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল– ঐ ইটটি কেন লাগানো হয় নাই। রাসুল (সা.) বলেন– আমি সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবী।' (বোখারী ও মুসলিম)

মুহাম্মদ (সা.) নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় সব কিছু করেন। তাই রাসুল (সা.) যা করেছেন, যা বলেছেন এবং যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন– সবই সুন্নাহ, সবই দলিল।

'রাসুল দ্বীন সম্পর্কে নিজে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন ওহি পেয়েই বলেন।' (সূরা-নযম)

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা-আহ্‌যাব : আয়াত–২৯)

- **আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিয়ামত**

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসাবে ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। তিনি নিজে এ জীবনবিধানকে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ-নিয়ামত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, কল্যাণে পরিপূর্ণ এ ধর্মকে গ্রহণ করতে মানুষকে বাধ্য করেননি।

'দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সঠিক কথাকে ছাটাই করে আলাদা করে রাখা হয়েছে।' (সূরা-বাকারা : আয়াত–২৫৬)

'(আল্লাহ বলেন) আমি তাকে (মানুষকে) পথ দেখিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে না হয় হবে অকৃতজ্ঞ।' (সূরা দাহর : আয়াত–৩)

www.nagorikpathagar.org

- **মুসলমান হতে হলে কিংবা মুসলিম থাকতে হলে জানতে হবে :**

শুধু মুসলমানের মত নাম রাখলেই মুসলমান হওয়া যায় না। কারো নাম আবদুল্লাহ্ শুনলেই, সে যে মুসলিম তা নির্ধারণ করা যাবে না। শুধু পোশাক পরার ভিত্তিতে কাউকে মুসলমান বলা যাবে না। কাউকে পায়জামা পাঞ্জাবি পরতে দেখলেই তাকে মুসলিম আখ্যা দেওয়া যাবে না। তেমনি খাবার মেনু দেখে কাউকে মুসলমান বলা ঠিক হবে না। কেউ গরুর গোশত খেলেই সে মুসলিম হয়ে যায় না।

কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে মুসলমান হয় না। মুসলিম কোন বংশের নাম নয়, কোন শ্রেণির নাম নয়; কোন জাতির নামও নয়। সৈয়দের ছেলে সৈয়দ হতে পারে, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্রের ছেলে শূদ্র হয়, ইংরেজ জাতির সন্তান ইংরেজ হয়, বাঙালির ছেলে বাঙালি হয়; কিন্তু মুসলমানের ছেলে জেনে বুঝে কালেমা না পাঠ করলে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উপর ঈমান না আনলে, সে মুসলিম হতে পারে না।

নূহ (আ.) আল্লাহ্র অনুগত বান্দা ও নবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র আল্লাহ্র অনুগত অর্থাৎ মুসলিম ছিল না। মুসলিম জাতির পিতা মহান নবী ইবরাহীম (আ.) মুসলিম ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা যার ঔরসে তাঁর জন্ম হয়– আজর ছিল অমুসলিম। আল্লাহ্র নবী লুত (আ.) এর জীবনসঙ্গিনী, তাঁর স্ত্রী ছিল অমুসলিম। অন্যদিকে ফেরাউনের মত সুস্পষ্ট খোদাদ্রোহীর স্ত্রী আছিয়া ছিলেন মুসলমান। এদের সবার কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

স্মরণ রাখতে হবে কালেমা তাইয়েবা কোন মন্ত্র নয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। ১৯৭১ সালে বহু হিন্দু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী খান সেনাদের ভয়ে মুখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। ভয়ভীতির কারণে তারা কালেমা মুখস্ত করে রাখে–অন্তরে তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। যার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কালেমা পড়া হিন্দুগণ আবার তাদের আগের ধর্মে ফিরে যায়।

- **মুসলমান হতে হলে কিংবা মুসলিম থাকতে হলে আরো জানতে হবে :**

যেহেতু মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি তাকে তিনি বেশুমার নিয়ামত দিয়েছেন যাতে সে নিয়ামত ভোগ করে বেঁচে থাকে, কর্মক্ষম হয় এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধির দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় বেঁচে থাকার সব প্রয়োজন পূরণ করেছেন আল্লাহ তার মায়ের মাধ্যমে। দুনিয়ায় আসার পর সে চরম অসহায়। এ অবস্থায় তাকে বাঁচিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা করেছেন মহান আল্লাহ্‌তায়ালা। ক্রমান্বয়ে সে শিশু কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়। এ ব্যবস্থা (System) আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষের জন্য তিনি মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ, অনু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউক্লিয়াস, আসমান, জমিন, চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ, নক্ষত্র, বাতাস, পানি, ওজন স্তর, আলো, আঁধার, দিন, রাত, খাদ্য, পানীয়, জ্বালানী, ঔষধপত্রের উপাদান ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের জন্য তার জুড়ি সৃষ্টি করে আদমজাতির বংশধারা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তার দেহের মধ্যে এমন এক ব্যবস্থা (System) তৈরি করেছেন যার জন্য সে সৃষ্টিকর্তার কাছে দরখাস্ত করেনি। তার কথা বলার, কথা শুনার, ঘ্রাণ নিবার, স্পর্শ করার, দেখার, চিন্তা করার, সংকল্প করার, চেষ্টা করার, তার শরীরে রক্ত তৈরি করার, তৈরি রক্ত পরিশোধন করার, অপ্রয়োজনীয় জিনিস শরীর থেকে বের করে দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি তার দেহে মওজুদ করে রেখেছেন।

'আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। তিনি মালিক সে সব জিনিসের যা আসমানে ও জমিনে আছে–আর যা আছে আসমান জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে।' (সূরা ত্বা-হা : আয়াত – ৬)

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি হে মানুষ, তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা-বাকারা : আয়াত–২৯)

- **মানুষের দুটি সত্ত্বা**

  (ক) দৈহিক সত্ত্বা;

  (খ) আত্মিক সত্ত্বা।

(ক) দৈহিক সত্ত্বা

দৈহিক সত্ত্বার খাদ্য হল 'বস্তু' (Matter)। দৈহিক সত্ত্বার অর্থাৎ দেহের ব্যবস্থাপনায় কোন গোলমাল সৃষ্টি হলে সুখের অভাব হয় অর্থাৎ অসুখ হয়। তখন সে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার 'ইলম' অর্থাৎ জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপত্র দেন, যাতে তার শারীরিক ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়মে (System) ফিরে আসে– অর্থাৎ সে সুস্থ হয়, তার সুখ ফিরে আসে, অসুখ বিদায় হয়।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের দৈহিক সত্ত্বায়–প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক জগত, প্রাকৃতিক আইন–সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালা। একজন মানুষ– সে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করুক অথবা অস্বীকার করুক, তার নিজের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাকৃতিকভাবে (Naturally) আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলছে। অন্য কথায় তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইসলামের মধ্যে দাখিল আছে।

দুনিয়াতে যেমন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাকৃতিকভাবে (Naturally) আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রাকৃতিক আইন মেনে চলছে, ঠিক একইভাবে পরকালে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র কথামত কাজ করবে :

'আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুনিয়াতে কি কামাই করে এসেছে।' (সূরা ইয়া-সিন : আয়াত–৬৫)

(খ) আত্মিক সত্ত্বা

মানুষের দ্বিতীয় সত্ত্বা হল তার আত্মিক স্বত্ত্বা। দ্বিতীয় সত্ত্বার Base বা ভিত্তি হল 'রুহ'। রুহ বস্তু নয়। আল্লাহ্‌ নিজ হাতে মাটি দিয়ে আদমের সুরত তৈরি করে রুহ ফুঁকে দেন। অমনি আদম চেতনা লাভ করেন। পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে, সকল মানুষের রুহ আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে চেতনা ও কথা বলার শক্তি দান করে আল্লাহ্‌ সকল রুহকে জিজ্ঞেস করেন :

'আমি কি তোমাদের রব নই। সকল রুহ জবাব দেয়– নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (সূরা-আরাফ : আয়াত–১৭২)

রুহের জগত চারটি। ধারাবাহিকভাবে রুহকে এ চারটি জগতে অবস্থান করতে হবে :

১. আলমে আরওয়াহ

২. আলমে দুনিয়া

৩. আলমে বরযখ

৪. আলমে আখেরাত।

www.nagorikpathagar.org

রুহের কারণে মানুষ-ভাল কি, মন্দ কি,—হক কি, না হক কি, বুঝতে পারে। মানুষ যখন ভাল কাজ করে, তখন তৃপ্তি বোধ করে, আর যখন মন্দ কাজ করে তখন তার খারাপ লাগে। এটাই বিবেক-ভালমন্দের চেতনা। এটাকে নৈতিক চেতনাও বলা হয়। নীতি বোধ থেকে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি হয়। এটাই আসল মানুষ। এটাই মনুষ্যত্ব। যখন ফেরেশতা আজরাইল (আ.) অথবা তার বাহিনী মানবদেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যান, তখন মানুষটির লাশ মাটিতে বা বিছানায় পড়ে থাকে। লোকজন বলাবলি করে 'অমুকের' মৃত্যু হয়েছে—অথচ তখনও মানুষটির দেহ অক্ষত অবস্থায় সবার সামনে পড়ে থাকে। এ থেকে উপলব্ধি হয় আসল মানুষ তার রুহ- দেহ রুহের বাহন।

রুহের—অন্য কথায় বিবেকের খাদ্য হল 'জ্ঞান'। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শিক্ষা লাভের চারটি মাধ্যম :

১. ইন্দ্রিয় - Sense.
২. বুদ্ধি - Intelect.
৩. ইলহাম - Intuition.
৪. ওহী - Divine knowledge.

শিক্ষা আবার দুটি :

১. সু-শিক্ষা
২. কু-শিক্ষা;

সুশিক্ষার মাধ্যমে অবগত হতে হবে—মানুষকে এ পৃথিবীতে খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে সৃষ্টিকর্তা তার উপর কি কি দায়িত্ব অর্পন করেছেন?

স্মরণ রাখা দরকার দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা—আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি—সে পৃথিবীর মালিক নয়। সুতরাং কোন মানুষ এবং তার দলবল একথা দাবি করতে পারে না যে, সে ও তার সাথী সঙ্গীগণ পৃথিবীর মালিক কিংবা পৃথিবীর একটি খণ্ড—একটি দেশের মালিক। অনুরূপ জনগণকে পৃথিবীর কিংবা পৃথিবীর একটি খণ্ড—একটি রাষ্ট্রের মালিক বলা আর আল্লাহ্‌র মালিকানার সাথে টানাটানি করা অন্যকথায় আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহ করার শামিল।

'আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। তিনিই মালিক সে সব জিনিসের যা আসমান ও জমিনে আছে। আর যা আছে আসমান ও জমিনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে।' (সূরা ত্বা-হা : আয়াত-৬)

www.nagorikpathagar.org

এবার আসা যাক, আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়ে কি কি দায়িত্ব অর্পন করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে–মহাবিশ্বে–প্রাকৃতিক জগতে এমনকি মানুষের দৈহিক সত্ত্বায় আল্লাহ্ নিজে আইন রচনা করে অন্য কথায় নিয়ম বিধান তৈরি করে স্বয়ং তিনি তা জারি করেছেন—কিন্তু মানুষের নৈতিক সত্ত্বার জন্য তিনি নিজে আইন রচনা করে মানুষের জীবনবিধান প্রণয়ন করে তা পাঠিয়েছেন নবী রাসুলদের মারফতে। এ জীবনবিধানকে দ্বীন/ ধর্ম কিংবা হেদায়াত বলা হয়। আল্লাহ্ মানুষের নৈতিক জীবনের জন্য রচিত জীবনবিধান নিজে সরাসরি জারি করেন না। আলোচ্য জীবনবিধান/ দ্বীন/ ধর্ম/ হেদায়াত জারি করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে আল্লাহর খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি মানুষের উপর।

এখানেই মানুষের পরীক্ষা :

'(আল্লাহ্) যিনি জীবনমৃত্যু উদ্ভাবন করেছেন যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব প্রতিপালনের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম। তিনি যেমন সর্বজয়ী–শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীল।' (সূরা মূলক : আয়াত–২)

খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা কোন Optional বা ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়– এ কাজ Compulsory–বাধ্যতামূলক। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ আসার পর তার কর্তব্য হল :

'তারা ঘোষণা করল আমরা শুনলাম ও মাথা পেতে নিলাম। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তোমার ক্ষমাই আমাদের কাম্য। আমাদেরকে তো তোমার কাছে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা বাকারা : আয়াত–২৮৫)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

'আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার দাসত্ব করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' (সূরা যারিয়াত : আয়াত–৫৬)

লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের Status হল—বান্দা, দাস, গোলাম, চাকর। দাসত্ব করা দাসের কাজ, গোলামি করা গোলামের কাজ, চাকরি করা চাকরের কাজ। সৃষ্ট মানুষ–তার স্রষ্টা, তার মনিব, তার প্রতিপালক, তার হুকুমদাতা প্রভুর আনুগত্য করতে বাধ্য। কিন্তু সে কখনো শয়তান-জিন ও শয়তান-মানুষের চক্রান্ত ভেদ করে স্বস্তিতে আনুগত্য করতে পারবে না, যদি না সে তার রব, তার মালিক, তার ইলাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা না করে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ না করে :

www.nagorikpathagar.org

'বল আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালক, মানুষের শাহানশাহ, মানুষের হুকুমদাতা প্রভুর কাছে,—ঐ কু-পরামর্শ দাতার অনিষ্ট থেকে, যে বার বার ফিরে আসে; যে মানুষের মনে কু-পরামর্শ দেয়—সে জিন হোক আর মানুষ হোক।' (সূরা-নাস)

- **কর্মক্ষেত্র**

আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর দাস, তাঁর গোলাম, তাঁর চাকর, তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর খলিফার কাজের কর্মক্ষেত্র :

১. নিজের দেহ
২. পরিবার
৩. সমাজ
৪. রাষ্ট্র
৫. সমগ্র পৃথিবী।

আর কর্মকালের মেয়াদ হল ইহকাল, এই দুনিয়াবী জীবন :

'দুনিয়ার জীবন আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র।'

যদি প্রতিটি মানুষ নিজের position সঠিকভাবে উপলব্ধি করে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব বাস্তবায়ন করে ফেলত তাহলে দুনিয়াটা সুখ ও শান্তিময় হয়ে যেত।

'ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করত। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকত, আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করত এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্গীরন করত।' (হাদিসগ্রন্থ মুসনাদে আহমদ এর একটি হাদিসের আলোকে)

অতএব একজন মুসলমান সন্তুষ্টচিত্তে, খুশি মনে নিজেকে আল্লাহ্র বান্দা মনে করে খিলাফতের পূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধ, কল্যাণ, সুখ ও শান্তিময় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। আর মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহর বান্দা মনে না করে, আল্লাহ্র খলিফা—আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাব দায়িত্ব আঞ্জাম না দেয় তবে সে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর পাকড়াওর আওতায় চলে আসতে পারে যেমন আল্লাহ্র পাকড়াওর আওতায় গ্রেফতার হয়েছিল ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ, কউমে নূহ, কউমে আদ, কউমে সামুদ, কউমে লুত। এটা এ দুনিয়ার জীবনের পরিণতি, আর আখেরাতে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে বসবাস করতে হবে চিরকাল।

www.nagorikpathagar.org

উপসংহার

যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে ইসলামের বিধিবিধান যথাযথ বাস্তবায়নের নিয়ত করে মুখে উচ্চারণ করে—

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'

যে এ কালিমা তাইয়েবা–পবিত্র বাক্য পাঠ করলো সেই হল মুসলমান।

* উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে– (১) মুখে স্বীকৃতি, (২) অন্তরে বিশ্বাস, (৩) ইসলামের মূল বিষয়গুলো কাজে পরিণত করা। (সিরাজী)

* আলী (রা.) হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন—ঈমান হল (১) অন্তরের বিশ্বাস, (২) মৌখিক স্বীকৃতি ও (৩) দ্বীনি বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

এভাবে একজন ব্যক্তি কালেমা পাঠের মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে, সে হয়ে যায় মুমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী; আর আল্লাহ্‌র সাথে তার চুক্তি হয়ে যায়। সে স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সচেতনভাবে নিজের জান ও মাল বিক্রি করে দেয় আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত লাভের বিনিময়ে। সে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভকে জীবনের আসল কামিয়াবী মনে করে।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জানমাল খরিদ করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।' (সূরা তওবা : আয়াত–১১১)

এখন থেকে সে তার জান ও মাল তার নিজের ইচ্ছামত খরচ করে না। কারণ তার জানমালের মালিক আল্লাহ্‌। অবশ্য আল্লাহ্‌ তার জানমাল তার কাছে তার নিজের জিম্মায় আমানত হিসাবে রেখে দেন। এভাবে আল্লাহ্‌র সাথে তার কৃত চুক্তির শর্তসমূহ সে পালন করতে চেষ্টা করে। যদি ভুলবশত কোন শর্ত ভঙ্গ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ্‌র কাছে– কাকুতি মিনতি জানায় তার আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়ার অনুসরণে :

'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি। এখন আপনি যদি আমাদের মাফ না করেন, আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব।' (সূরা আরাফ: আয়াত–২৩)

www.nagorikpathagar.org

১। আল্লাহর উপর বিশ্বাস

(ক) একজন মুসলমান আল্লাহতে বিশ্বাসী হয় নবী রাসুলদের কথার উপর ঈমান এনে। সে এ দুনিয়াতে আল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি না করলেও সে অবগত যে, তার প্রিয় নবী মূসা (আ.) এ পৃথিবীতে প্যালেস্টাইনে পবিত্র তূয়া উপত্যকায় আল্লাহ্‌কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পেয়েছেন। কথা শুনতে 'কান' ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

'আর জেনে রাখ, মূসার সাথে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন।' (সূরা নিসা : আয়াত–১৬৪)

বি.দ্র.: সকল জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। এমনকি নিজের পিতা কে? এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। পিতার পরিচয় জানতে হয় মায়ের কথার উপর বিশ্বাস করে।

(খ) একজন মুসলমান আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখতে পায়—অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে সুদূর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে। সে যখন তার নিজের দিকে তাকায়, তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে—তার নিজের চেহারা, নিজের কণ্ঠস্বর, নিজের হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, নিজের হাতের লিখার সাথে সৃষ্টির প্রথম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে এমন একটি মানুষের চেহারা, কণ্ঠস্বর, হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, হাতের লিখার মিল নেই। তখন নিজের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় কে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে? শুধু সৃষ্টিই করা হয়নি অন্যসব সৃষ্টি থেকে এগুলোর স্বাতন্ত্র বজায় রাখা হয়েছে। এগুলো কি সৃষ্টিকর্তার অত্যাশ্চার্য্য সৃষ্টির নিদর্শন নয়?

'পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না।' (সূরা যারিয়াত : আয়াত–২০-২১)

(গ) আল্লাহ্ পৃথিবীতে একটি ঘরকে তাঁর নিজের ঘর (বায়তুল্লাহ্–মক্কার কাবা শরীফ) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘরটি দিনরাতের মধ্যে একটি মুহূর্তও তওয়াফশূন্য অবস্থায় থাকে না। অবশ্য কাবা শরীফের ইমাম সাহেব যখন ফরজ নামাজে ইমামতি করেন, শুধু তখনই তওয়াফ বন্ধ হয়। এটা কি আল্লাহ্‌র নিদর্শন নয়? অবশ্য যারা গাফিল তাদের চোখে আল্লাহ্‌র নিদর্শন ধরা পড়ে না।

'আসমান জমিনে কতই-না নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে এরা যাতায়াত করে থাকে। অথচ সে দিকে তারা একটুও লক্ষ্য করে না।' (সূরা ইউসুফ : আয়াত–১০৫)

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) একজন মুসলমান আল্লাহ্‌র কিতাব 'আল কুরআন' অধ্যয়ন করে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয়। যারা আল কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে বিশ্বাস করে না, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন :

'এই কিতাব অত্যন্ত মজবুত সুরক্ষিত কিতাব। না তার সামনে থেকে বাতিল ঢুকতে পারে, আর না পেছন থেকে। এটা নাযিল হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্ত্বার পক্ষ থেকে।' (সূরা হা-মীম-সাজদা : আয়াত- ৪১-৪২)

'এই কিতাব আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি, তা আমার কিনা—যদি এ বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে এর মত একটি মাত্র সূরা রচনা করে আন। আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীদেরকে ডাকো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ কাজ করে দেখাও।' (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩)

(ঙ) সে আম্বিয়া কেরামের কথায় বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র জাত (সত্ত্বা), সিফাত (গুণাবলী) ও কুদরতের উপর ঈমান আনে।

(চ) একজন মুসলমান বিশ্বাস করে আল্লাহ্ লা-শরীক, এক ও অদ্বিতীয়। যদি আল্লাহ্‌র এক দুই বা বহু শরীক থাকত, তা হলে সৃষ্টি জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি হত।

'যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকত, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আসমান জমিনে বিপর্যয় দেখা দিত। আরশের অধিপতি আল্লাহ্ মুশরিকদের আরোপিত সকল ধারণা থেকে পূত-পবিত্র)।' (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২২)

(ছ) একজন মুসলমান বিশ্বাস করে পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে যেমন দেখা যায়, তেমনি জান্নাতবাসীগণ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন :

'জারীর ইবনু আবদুল্লাহ্ আল বাজালী (রা.) বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে নবী (সা.) এর সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : তোমাদেরকে খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমরা অবাধে তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে, যেমনভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখার মধ্যে কোন সংশয় থাকবে না।' (হাদিস নং- ২৫৫১, জামে আত তিরমিজি, ইবনু মাজা, বুখারী, মুসলিম)

(জ) একজন সমজদার সত্যিকার মুসলমানের দৃঢ় ঈমান—আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রাকৃতিক ও আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার (Sovereign power) এর একক অধিকারী। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রনায়ক তারা সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :–

www.nagorikpathagar.org

১। সার্বজনীনতা (Universality)

২। চরমত্ব (Absoluteness)

৩। অবিভাজ্যতা (Indivisibility)

৪। স্থায়িত্ব (Permanence)

৫। হস্তান্তর অযোগ্য (Inalienability)

৬। একত্ব (Exclusiveness)

৭। ব্যাপকতা (Comprehensiveness)

৮। অভ্রান্ত (Unerring)

সার্বভৌমত্বের উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহতায়ালা। আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষ কিংবা মানব সমষ্টি উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইংল্যান্ডের King in Parliament–রাজা সমেত আইন সভাকে আইনসম্মত সার্বভৌমত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। এ অভিমত কতটুকু সঠিক, বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত তা যাচাই করে দেখা যাক :

সবাই জানে এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্তমিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে ব্রিটিশ এখন সাম্রাজ্য নয়, বিলাতের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাজত্ব। সুতরাং অতীতে যাদের উপর King in Parliament এর আদেশ চলত, এখন তা চলে না। তাদের মধ্যে সার্বজনীনতা নেই। আগের কলোনি ও তার বাসিন্দাদের উপর তাদের চরম ক্ষমতা অচল। রাজা-রানী ও আইনসভার সদস্যরা Permanent নন– তাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তাদের সাম্রাজ্যের আওতাধীন রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যাবার কারণে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে ভবিষ্যতে তাও থাকবে কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ। ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের ৪৫% নাগরিক স্বাধীন হবার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

২০১৬ সালে গ্রেটব্রিটেন গণভোটের মাধ্যমে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (E.U.) ত্যাগের সিদ্ধান্ত (Bexit) নেবার পর লন্ডন নগরীর Mayor ব্রিটেন থেকে রাজধানী LONDON কে স্বাধীন করার দাবি উত্থাপন করেছেন। আলামতে মনে হয় গ্রেট ব্রিটেন ভবিষ্যতে আর গ্রেট (great) থাকবে না।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ বা মানব সমষ্টির উপর আরোপিত সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণের যদি অবস্থা এই হয় তাহলে এর চেয়ে কম সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকদের ব্যাপারে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে এ কথা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, সার্বভৌমত্বের সার্বিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার উপর প্রযোজ্য আর কারো উপর নয়।

'তিনি আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কেউই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি সবকিছুর অগ্র-পশ্চাতের খবর রাখেন। তার জ্ঞাত বিষয়ের কিছুই মানুষের জ্ঞান সীমানার আওতাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তার সামাজ্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয়, যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনি হচ্ছেন এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।' (সূরা বাকারা : আয়াত–২৫৫)

'সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়।' (সূরা ইউসুফ : আয়াত–৬৭)

'সাবধান সৃষ্টি যার হুকুম দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।' (সূরা আল-আরাফ : আয়াত–৫৪)

'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন। তিনি রহমান ও রাহিম। তিনি আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি মালিক-বাদশাহ! অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি নিরাপত্তা। শান্তি নিরাপত্তা দাতা। সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ পবিত্র মহান সেই শিরক থেকে যা লোকেরা করে। তিনি আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তা বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার আকৃতি রচনাকারী।' (সূরা হাশর : আয়াত– ২২-২৪)

'আল্লাহ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন?' (সূরা তীন : আয়াত–৮)

উল্লেখ্য :

* একজন নাস্তিক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তার যুক্তি হলো—আল্লাহ্কে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্ব নেই।

www.nagorikpathagar.org

* একজন ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। সৃষ্টিকর্তাকে কেউ স্বীকার করতে পারে, আবার না-ও করতে পারে—এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু ইহকালে এ দুনিয়ায় মানুষের পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে—এক কথায় মানুষের সামষ্টিক জীবনে সৃষ্টিকর্তার কোন হস্তক্ষেপ চলতে পারবে না।

২। ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস

একজন মুসলমান ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে ফেরেশতা আল্লাহ্‌র মনোনীত সৃষ্টি। তাদের প্রকৃতি এমন যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তাদের মাধ্যমে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করেন। তাদের নিজের কোনো ইচ্ছা নেই, স্বাধীন ক্ষমতাও নেই। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। তাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল (আ.)–হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কমপক্ষে ১,২৪,০০০ পয়গম্বরের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাদের আরো এক সর্দার হযরত আজরাঈল (আ.) এর নেতৃত্বে একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে মানুষের আত্মা তার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যান। আত্মা দেহ থেকে বের হবার সাথে সাথে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ফেরেশতাদের আরো এক অংশ মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভালমন্দ সকল কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। এই রেকর্ডকৃত আমলনামা মানুষের সামনে হাশরের দিন হাজির করা হবে। ফেরেশতাদের স্বরূপ দেখা যায় না। তারা রূপ বদলাতে সক্ষম। তবে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জিবরাঈল (আ.) কে তার আসলরূপে দুইবার দেখেছিলেন।

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। নূর মানে আলো–Ray. আলো অর্থাৎ Ray অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। X-Ray ও এক প্রকার আলো। X-Ray চর্মচক্ষে দেখা যায় না। অথচ আমরা সবাই জানি X-Ray এর সাহায্যে রোগ নির্ণয় করা হয়। ফেরেশতাগণ কোন আলো, কোন Rayর তৈরি তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান এখন ও আবিষ্কার হয়নি।

* একজন নাস্তিক ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

* একজন ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) ব্যক্তি মনে করে যেহেতু ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ ইহজগতের অভিজ্ঞতায় যাচাই বাছাই করা সম্ভব নয়, অতএব ইহজীবনে ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস অপ্রয়োজনীয়।

www.nagorikpathagar.org

৩। আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

একজন মুসলমান আসমানী কিতাবসমূহ, অর্থাৎ আল্লাহ্ জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নবী রাসুলদের নিকট যে সকল কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছেন–সব কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান রাখে।

আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মানুষের হেদায়েতের জন্য কিতাব প্রেরণ করেছেন। কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব সুহুফে ইবরাহীম, হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব তাওরাত, হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব যাবুর এবং হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব ইঞ্জিলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর বাইরেও আল্লাহর কিতাব নবীদের কাছে এসেছে। কিন্তু কোনটি আল্লাহর কিতাব– এ সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। আল্লাহর নিকট থেকে নাজিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি প্রেরিত কিতাব আল কুরআন ব্যতীত আর কোনো কিতাব আসল (Original) রূপে নেই। কোথাও কিতাব গায়েব হয়ে গেছে। কোথাও কিতাবের ভাষা গায়েব হয়ে গেছে। কোথাও আল্লাহর কালাম ও মানুষের কালাম এমনভাবে মিশে গেছে যে, কোনটি আল্লাহর কালাম আর কোনটি মানুষের কালাম তা বের করার সাধ্য নেই।

আল কুরআনে এ রকম হয়নি এবং হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ আল্লাহ বলেন :

'আমি এ উপদেশনামা (কুরআন) নাজিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর হেফাজতকারী।' (সূরা হিজর : আয়াত–৯)

আল কুরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ্ বলেন– কুরআন এমন একখানা কিতাব যেখানে সন্দেহজনক কোনো কিছুই সংযোজিত করা হয়নি।

'বলুন–যদি সমস্ত মানবকুল ও জিন জাতি একত্রিত হয়ে এ কিতাবের মতো একখানা কিতাব রচনা করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও এ কিতাবের মতো একখানা কিতাব রচনা করতে সক্ষম হবে না।' (সূরা হাশর : আয়াত–২১)

শেষনবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব 'আল কুরআন'। এ কিতাবের নাযিল শুরু হয় ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। ২৩ বছর পর্যন্ত এ কিতাব নাযিল হয়ে সমাপ্ত হয় ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। আল কুরআন চৌদ্দশত বছরের

www.nagorikpathagar.org

পুরানো একটি গ্রন্থ। মানুষের লিখিত যে কোন ভাষার চৌদ্দ শ বছর পুরানো একটি কাব্যগ্রন্থ উপস্থাপন করলে, সে গ্রন্থের পাঠ ও মর্ম-উদ্ধার করার মত মানুষ মেলা ভার। অথচ কুরআনের মাজেজা এই যে, আজও পৃথিবীর সর্বত্র লাখো লাখো মানুষ বিদ্যমান যারা আল কুরআন পড়তে পারে, বুঝতে পারে এবং শিক্ষা দিতে পারে।

আল কুরআনের আগের সবগুলো আসমানী কিতাবের সম্ভাষণের ভাষা ছিল—'হে আমার জাতি!' অর্থাৎ ঐ সমস্ত কিতাব বিশেষ কালের জন্য, বিশেষ জাতির জন্য, বিশেষ নবী রাসুলের নিকট নাযিল হয়েছিল। ঐ সব কিতাবসমূহে মুহাম্মদ কিংবা আহমদ নামে এক নবী আসার ভবিষ্যতবাণী ছিল। আল কুরআনের মানুষের প্রতি আহ্বানের ভাষা ভিন্ন প্রকৃতির। এ কিতাবে সম্ভাষণের ভাষা–'হে মানবজাতি!' আল কুরআনে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলদের আনীত শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতঃপর আর কোন নবী আসবেন না, আর কোন কিতাব ও আসবে না।

মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী, বিশ্বনবী, রাহমাতুল-লীল-আলামিন। তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব আল কুরআনের আহ্বান সার্বজনীন; আর কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ সাধন।

বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলীর আল কুরআন সম্পর্কে একটি বক্তব্য :
'আল-কুরআনে এমন একটি বক্তব্যও নাই যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ যোগ্য হতে পারে।' (Ref : The Bible, The Quran and Science)

আরো একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক তেজাতাত তেজাসেনের অভিমত :
'আমি বিশ্বাস করি যে, ১৪০০ বছর আগে কুরআনে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা সবই সত্য। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা প্রমাণ করা যায়।'

আল-কোরআনে রয়েছে মোট ১১৪টি সুরা। কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি, রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, কোরআন শরফি ৩০ পারায় বিভক্ত। প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ'ইলপিবদ্ধ আছে, তবে সুরা তওবার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ' নেই। কিন্তু সুরা 'নামলে' দুইবার 'বিস্‌মিল্লাহ' আছে।

গোটা আল-কোরআন প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য পালনীয় আসমানী কিতাব। এই কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করা আর বাকি অংশ অবিশ্বাস করার কোন সুযোগ নেই। যে বা যারা এরকম করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহতা'য়ালার হুশিয়ারী–

www.nagorikpathagar.org

'তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস। জেনে রেখো– তোমাদের মধ্যে যারা এমন আচরণ করবে, তাদের এতদব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম আজাবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।' (সুরা- বাকারা, আয়াত ৮৫)

'হে নবী, আপনি কি ঐসব লোকদের দেখেননি, যারা দাবি করে তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি নাজিল করা কিতাবের উপর এবং ঐসব কিতাবের উপর, যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সুরা-আন নিসা, আয়াত ৬০)

* একজন নাস্তিক মনে করে যেহেতু স্রষ্টা নাই, তাই তার বাক্য, তার কালাম, তার কিতাব অবান্তর।

* একজন ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) ব্যক্তি মনে করে—যেহেতু আল-কুরআন ইহজগত বর্হিভূত পন্থায় লব্ধ, অতএব ইহজগতে আল-কুরআনের কোন প্রয়োজন নেই।

৪। আখেরাত

একজন মুসলমান আখেরাতের উপর বিশ্বাসী। একদিন আল্লাহতায়ালা বিশ্বজগৎ এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস করবেন। এ সময়ের নাম কিয়ামত। আবার সবার পুনরুত্থান হবে। সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে। এটাই হলো হাশর। ঐ দিন মানুষ দুনিয়ার জীবনে কে কি করেছে, তার বিচার হবে। যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, তাকে বেহেশতে দাখিল করা হবে। আর যার মন্দের পাল্লা ভারী হবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বেহেশত ও দোযখের বাসিন্দারা চিরদিন সেখানে অবস্থান করবে।

মৃত্যুর পর আবার জীবিত কিভাবে হয়– এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছিল :

'সে ঘটনা স্মরণ রেখো—যখন ইবরাহীম বলেছিল– 'হে আমার রব, আমাকে দেখিয়ে দাও– তুমি মৃতকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত কর।' আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি তা বিশ্বাস কর না?' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস তো করি কিন্তু মনের সান্ত্বনার

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন।' আল্লাহ বললেন– 'তবে তুমি চারটি পাখি ধর এবং এগুলোর সাথে সুপরিচিত হয়ে যাও। অতঃপর ওদের একেকটি অংশ একেকটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও। এখন তুমি তাদেরকে ডাক– তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।' (সূরা বাকারা : আয়াত–২৬০)

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবার দৃশ্য নিজ ইন্দ্রিয় চোখের সাহায্যে দেখেছিলেন।

একজন লোক একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করলে তাকে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করল তাকে একবারের বেশি ফাঁসি দেয়া সম্ভব নয়। অথচ এ দু'জনের অপরাধের মাত্রা সমান নয়। তাহলে ইহজগতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়। ইনসাফ একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন। আর এ জন্যই আখিরাতের প্রয়োজন। শেষ বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরির দোযখের। আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন, পরিমান মতো সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন।

হাশরের দিন কিরামান কাতেবিন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের কৃত আমলনামার রেকর্ড পেশ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি তার আমলনামার কোন অংশ অস্বীকার করে তখন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

'আজ আমি তার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তার হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তার পা সাক্ষ্য দিবে যে সে দুনিয়াতে কি আমল করে এসেছে।' (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত–৬৫)

'আজ কারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না; এবং তোমাদের এমন বদলা দেওয়া হবে যেমন আমল তোমরা করে এসেছে।' (সূরা ইয়া-সীন : আয়াত–৫৪)

উপরে বর্ণিত বিশ্বাস পোষণের কারণে একজন মুসলমান দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দেবার ভয়ে ভীত থাকে। সে সদা সর্বদা সচেতন থাকে এবং সচেতন হয়ে জীবনযাপন করে। অন্য মানুষের উপর অন্যায় ও জুলুম করে না। সে বৈরাগ্যবাদের পথ অবলম্বন করে না, আবার ভোগবাদীদের মত লাগামহীন ভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না—কুরআন ও সুন্নাহ তাকে যতটুকু বিনোদন ও আনন্দ-উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছে, এ সীমানার মধ্যে সে অবস্থান করে।

* একজন নাস্তিক পরকাল অস্বীকার করে।

www.nagorikpathagar.org

* ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তথা Secular movement এর অন্যতম পুরোধা John Stuart Mill বলেন—'ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো (স্রষ্টার) কাছে দায়ী হতে হবে—আমি এ ধারনাকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি।'

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা জীবনে ভোগবাদী হয়ে যায়। 'Eat drink and be merry–খাও দাও, পান কর আর মজা কর;' এগুলো হয়ে যায় তাদের জীবনের লক্ষ্য। এ দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের প্রতিনিধিত্ব করেন ফ্রান্সের এক বুদ্ধিজীবী George Sand. তার লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদান করা হল :

'জগতটাকে যতটুকু আমার দেখার সুযোগ হয়েছে, তাতে আমি অনুভব করি–প্রেম সম্বন্ধে আমাদের যুবক যুবতীদের ধারণা কতটুকু ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের সাথে হতে হবে, অথবা তার মন জয় করতে হবে এবং তা-ও সারা জীবনের জন্য—এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল।...

যে ফুল (স্ত্রী) আমাকে ব্যতীত অন্যকে তার সুরভী দান করতে চায়, তাকে পদদলিত করার আমার কি অধিকার আছে?'

৫। শুকুর গুজার বান্দা

একজন মুসলমান আল্লাহর শুকুর গুজার বান্দা হয়। কেননা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে—মায়ের গর্ভ থেকে আরম্ভ করে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তার যত প্রকারের চাহিদা সবই তার রব, তার প্রতিপালক পূরণ করেছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত কখনও গণনা করে শেষ করা যাবে না।

'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত রাশি গণনা করতে থাকো, তাহলে সেগুলো গুণে কখনও শেষ করতে পারবে না।' (সূরা ইবরাহীম : আয়াত–৩৪)

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত যা মানুষ ভোগ করছে তার জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত : 'রাসুল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, চলো-আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান আনসারীর ওখানে যাই। তাদেরকে নিয়ে তিনি ইবনুত তাইহানের খেজুর বাগানে গেলেন। ইবনুত তাইহান এক কাঁদি খেজুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, তুমি নিজে খেজুর ছিঁড়ে আনলে না কেন? ইবনুত তাইহান বলেন– আমি চাচ্ছিলাম আপনারা নিজেরা বেছে বেছে খেজুর খাবেন। কাজেই তারা খেজুর খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। খাওয়া-

www.nagorikpathagar.org

দাওয়া শেষে রাসুল (সা.) বললেন : সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, কিয়ামতের দিন যেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এই ঠাণ্ডা ছায়া, খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি এগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত।' (মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬। মুনাফিকী আচরণ

একজন সত্যিকারের মুসলমান সচেতনভাবে মুনাফিকী আচরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কারণ মুনাফিক কাফিরের চেয়েও মারাত্মক। মুনাফিকরা ধোঁকাবাজ। তারা সবাইকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে চায়। একজন কাফির এক সময় ঈমান আনতে পারে; কিন্তু মুনাফিককে আল্লাহ্ সে তাওফিক দেন না।

"তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্ ও ঈমানদারদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ তারা (আসলে) নিজেদেরকেই ধোঁকায় ফেলছে এবং তাদের এ বিষয়ে কোন চেতনা নেই।" (সূরা বাকারা : আয়াত-৯)

আখেরাতে মুনাফিকদের অবস্থান হবে :

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে অবস্থান করবে। এবং তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।' (সূরা নিসা : আয়াত–১৪৫)

৭। একজন মুসলিম উম্মাহ-দরদী, নবী-প্রেমিক ও তাঁর অনুসারী

"রোমানরা কাছের এক দেশে (অগ্নি উপাসক পারসিকদের হাতে) পরাজিত হয়েছে। তাদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার বিজয়ী হবে...আর সে দিনটি এমন হবে, যেদিন আল্লাহর দেওয়া বিজয়ের ফলে মুসলমানরা আনন্দ করবে।" (সূরা রূম : ২–৫ আয়াত)

৬১৫ খ্রিস্টাব্দে এ সূরা নাযিল হয়। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) নবুয়ত লাভ করেন ৬০৯ খ্রীস্টাব্দে। এ সাল থেকে কুরআন নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে অগ্নি উপাসক মুশরিক পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের হাতে রোমানরা পরাজিত হয়। রূম (বাইজানটাইন) সম্রাট ও রোমানরা তখন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত ছিল। যদিও তখন খ্রিস্ট ধর্মে বিকৃতি এসে গেছে, তবুও তারা কিতাবধারী ও ঈসা (সা.) এর অনুসারী ছিল।

সূরা রূমের ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের অগ্নি উপাসক মুশরিক খসরু পারভেজ পরাজিত হয় এবং রোমানরা বিজয়ী হয়। রোমানরা কিতাবধারী ও ঈসা (আ.) এর অনুসারী হবার কারণে তখনকার আরবের

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানগণ রূমানদের পরাজয়ে ব্যথিত হয় এবং তাদের বিজয়ে আনন্দ লাভ করে। যেখানে মুসলমানগণ রোমানদের পরাজয়ে ব্যথিত হয়, আবার তাদের জয়লাভে আনন্দ লাভ করে—সেখানে মুসলিম উম্মাহ্ পরাজিত হলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ হলে মুসলমানগণ কষ্ট পাবে আবার মুসলিম উম্মাহ্‌র বিজয় হলে কিংবা উম্মাহ্ উপকৃত হলে মুসলমানগণ আনন্দ লাভ করবে—এটাই স্বাভাবিক।

"নুমান (রা.) থেকে বর্ণিত—রাসুল (সা.) বলেন—সমস্ত মুসলমান একই ব্যক্তি সত্ত্বার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন গোটা শরীর তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়-তাতে তার গোটা শরীর বিচলিত হয়ে পড়ে।" (মিশকাত শরীফ)

"মুসলমান হওয়ার অর্থ হচ্ছে : যে মুসলমান তার মধ্যে ইসলামী উদ্দীপনা থাকবে, ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ থাকবে, ইসলামের প্রীতি ও মুসলমান ভাইদের জন্য সত্যিকার শুভ কামনা থাকবে। এমনকি, সে যখন দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখনো হামেশা তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকবে ইসলামের কল্যাণ ও মুসলমানদের হিতাকাংখা। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অথবা কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্য এমন কোন কাজ সে করবে না, যা ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর ও মুসলমানদের কল্যাণ বিরোধী হবে। মন, প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে এমন প্রত্যেকটি কাজে সে অংশ নেবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণকর এবং এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে সে দূরে থাকবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে অনিষ্টকারী। নিজের দ্বীন ও দ্বীনী জামায়াতের সম্মান সে মনে করবে তার নিজের সম্মান। যেমন সে নিজের অবমাননা বরদাশত করতে পারে না, তেমনি ইসলাম ও ইসলামের বিশ্বাসীদের অবমাননাও বরদাশত করবে না। যেমন সে তার নিজের বিরুদ্ধে দুশমনদেরও সহায়তা করবে না। তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদেরও সহায়তা করবে না। যেমন করে সে নিজের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত, তেমনি ইসলাম ও মুসলিম জামায়াতের জন্যও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে। যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার দাবি রাখে, তার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় সে মুনাফিকদের মধ্যেই গণ্য হবে। তার কার্যকলাপই তার মৌখিক দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে।" (ইসলাম পরিচিতি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি)

www.nagorikpathagar.org

*** একজন মুসলমানকে অবশ্যই নবী-প্রেমিক এবং তাঁর অনুসারী হতে হবে।**

"হে নবী! মানুষকে বলুন যদি সত্যি তোমরা আল্লাহ্কে মহব্বত কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আর তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত–৩১)

আল্লাহ্র ভালবাসা ও মার্জনা পাওয়ার জন্য একজন মুসলমানকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে ঠিক সে নমুনায়, যে নমুনায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজের জীবনের আদর্শ বানানো।

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব : আয়াত–২৯)

"যে রাসুলের আনুগত্য করে, সে মূলত আল্লাহ্র আনুগত্য করে।" (সূরা নিসা : আয়াত–৮০)

রাসুল (সা.) যা বলেন, যা করেন, এবং যা করার অনুমতি দেন সবই সুন্নাহ—সবই দলিল। সেই আল্লাহ্র রাসুল (সা.) নামাজ কিভাবে পড়তে হবে, রোজা কিভাবে রাখতে হবে, কিভাবে হজ্জ করতে হবে, কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে– তা দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে তিনি কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে, তাও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যবসা পরিচালনা করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে মজুরি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চল্লিশ দিনের বেশি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিচারক ছিলেন। আবার বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এতিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি নারীর সঠিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত সংবিধান রচনা করেন যা 'মদিনা সনদ' হিসেবে পরিচিত। তাঁর সময় তাঁর পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের সাথে বিরুদ্ধ শক্তির সাতাশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রাসূল (সা.) স্বয়ং নয়টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (commander-in chief) হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি বিদেশি

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেছেন। তার চিঠিতে official seal (মোহর অংকিত) থাকত। তিনি রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ প্রদান করতেন। তিনি প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করেছেন এবং প্রতিপক্ষ সন্ধিভঙ্গ করার আগে সন্ধির কোন শর্ত ভঙ্গ করেননি। তিনি সমাজে প্রচলিত সুদ নিষিদ্ধ করেছেন এবং সমাজ থেকে মদ উৎখাত করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে আজাদ করেছেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন– 'সত্য চিরসত্য, সত্য আপেক্ষিক নয়।'

এসব তিনি করেছেন ব্যক্তি মুহাম্মদ হিসেবে নয়–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আল্লাহর রাসূল হিসেবে। তিনি মসজিদে ইমামতি করার সময় যেমন আল্লাহর রাসূল ছিলেন উপরে বর্ণিত এবং বর্ণনার বাইরে সামষ্টিক সব কাজ পরিচালনার সময়ও তিনি আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর গোটা জীবনটাই ইসলামী জীবন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে শামিল। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) হিসেবে রাসূলের সব কথা, কাজ ও অনুমোদন সকল মুসলমানের অবশ্য পালনীয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

'?'

এ বইটির সর্বশেষ অধ্যায় হচ্ছে '?'– একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে একত্রিত করলে যে কোন বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো :–

'একজন মুসলমান কি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে?'

আমি প্রথম অধ্যায়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এর ব্যাপারে আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মুসলমান' সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য সীমিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন—'মুসলমান কি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে?'

এ প্রশ্নের জবাব আমি পাঠক সমাজের কাছে ছেড়ে দিলাম। পাঠক সমাজ থেকে প্রাপ্ত জবাব দিয়ে বইটির পরবর্তী সংস্করণে এ অধ্যায় সাজাব ইনশাআল্লাহ্।

www.nagorikpathagar.org

মুদ্রণ : পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, ১১২ আল-ফালাহ টাওয়ার
ধোপাদিঘীর পূর্বপার, সিলেট।
মুঠোফোন : ০১৭১২-৮৬৮৩২৯
প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৭, নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা
প্রচ্ছদ : বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
E-mail : foysol_sylhet@yahoo.lcom
ISBN : 978-984-8922-88-0